সূচীপত্র

ভূমিকা ---------- ৫

প্রথম অধ্যায় ঃ

রমযানুল মোবারক ঃ কুরআন মাজীদ ও তাকওয়া ---------- ৭
এ মোবারক মাসটি মহান কেন ? ---------- ৭
আপনার অংশ ---------- ৮
বরকত ও মহত্বের রহস্য ---------- ১০
কুরআনের নেয়ামাত ---------- ১১
রমযানে রোযা ও তারাবীহ কেন ? ---------- ১২
কুরআনের মহান আমানত ও এর মিশন ---------- ১৩
কুরআন, তাকওয়া ও রোযা ---------- ১৫
তাকওয়া কি ? ---------- ১৬
তাকওয়া ও রোযা ---------- ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

আপনারা কি করবেন ? ---------- ২৩
১. নিয়ত ও ইচ্ছা ---------- ২৩
২. কুরআন মাজীদের সাথে সম্পর্ক ---------- ২৪
৩. আল্লাহ তাআলার আনুগত্যহীনতা থেকে আত্মরক্ষা ---------- ২৬
৪. নেক কাজের অনুসন্ধান ---------- ২৮
৫. কিয়ামুল লাইল ---------- ২৯
৬. যিকির ও দোয়া ---------- ৩০
৭. শবে কদর ও এতেকাফ ---------- ৩১
৮. আল্লাহর পথে ব্যয় ---------- ৩৪
৯. মানুষের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ---------- ৩৫
১০. কুরআনের দিকে আহ্বান ---------- ৩৭

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

শেষ আকাঙ্ক্ষা ---------- ৩৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

রোযার আদব ও হাকীকত ---------- ৪২
১. চোখের রোযা ---------- ৪২
২. রসনার রোযা ---------- ৪২
৩. কানের রোযা ---------- ৪৩
৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযা ---------- ৪৪
৫. হালাল রিয্ক ---------- ৪৪
৬. ভয় ও আশা ---------- ৪৫

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

১. রমযানুল মুবারক মাস সেসব নেয়ামাতসমূহের মধ্যে একটি নেয়ামাত যা আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দান করেছেন। এ মাসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.-এর মত নেয়ামাত আমরা পেয়েছি। এ মাসেই কুরআন মাজীদ দেয়া হয়েছে, যা হেদায়াত, ফুরকান, রহমত, নূর ও শেফা। এ মাসেই বদর যুদ্ধ হয়েছে। বদরের দিন উম্মাতের জন্য ইয়াওমুল ফুরক্বান বা পার্থক্য সৃষ্টিকারী দিন। বদরের রণক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী সেই ঐতিহাসিক সংগ্রাম এ মহান মাসেই সংঘটিত হয়েছিল, যাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য তারা সুস্পষ্ট দলিলসহ এ যুদ্ধে পরাজিত শক্তি হিসেবে সকল শক্তি-সামর্থ ও অবস্থান নিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। আর যারা সত্যাশ্রয়ী ও সত্যপন্থী হিসেবে বদরের রণক্ষেত্রে এসেছিলেন, তারা সুস্পষ্ট দলিলসহ বিজয় লাভ করেন। রমযানের এ মহান মাসেই ৮ম হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা মানবেতিহাসের এমন এক মহান ঘটনা যে, সেদিন বিনা রক্তপাতে পবিত্র মক্কা নগরীর চাবি উম্মাতের হাতে বা নেতৃত্বে চলে আসে যা আজ অবদি আছে।

২. মুসলিম উম্মাহর প্রাণস্পন্দন ও উন্নতির নিগূঢ় রহস্য ফী সাবিলিল্লাহর মাঝেই পাওয়া যায় প্রথম মানুষের বা মানবতার হৃদয় জয় করার জন্য জিহাদ, পরে সাংস্কৃতিক বিজয়ের জন্য জিহাদ—আর এ সকল জিহাদের সাথে সাথে চূড়ান্ত কামিয়াবীর জন্য আপন নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদ। যাতে করে অর্জিত হয় তাকওয়া, ব্যক্তিগত তাকওয়া এবং সাথে সাথে সমষ্টির তাকওয়া ; রাতে জাগরণে শীতের রাতে ইশকের সাথে ওযু করা, লাইফে সাদাকাত (দান-খয়রাত) দিয়ানত, আমানত, আদালত (সুবিচার করা), শুজাআত (নির্ভীকতা, উখুয়াত (ভ্রাতৃত্ব) ও মানুষের অধিকারের প্রতি সম্মান। মাহে রমযান ইলম ও আমলের সে মহান পথ বা তরীকা বাতলে দেয় যদ্বারা এ সকল কিছুই হাসিল করা সম্ভব।

৩. নবী করীম স. রমযানের আগমনের পূর্বেই সাহাবীদের এ মহান ও বরকতময় মাসের অসীম ভাণ্ডার থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য প্রস্তুত করতেন। এ ওসওয়ায়ে নবী স.-এর অনুসরণে আমি তাই করার চেষ্টা করেছি। এজন্য হয়ত আমার নামও নবী করীম স.-এর বিনীততম অনুসারীদের কাতারে শামিল হবে। এ প্রত্যাশায় কয়েক বছর পূর্বে 'ইসতেকবালে রমযান' শীর্ষক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

রমযানুল মোবারক ঃ কুরআন মাজীদ ও তাকওয়া

আর মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হলে রমযানের মোবারক মাস আরেকবার আমাদের উপর ছায়া বিস্তার করবে, তার রহমতের বারিধারায় আমাদের জীবন সিক্ত করতে থাকবে। সেই পবিত্র মাসের মহত্ব এবং বরকত সম্পর্কে আমাদের কিইবা বলার আছে ? যেখানে স্বয়ং নবী করীম স. এ মাসটিকে "শাহরুন আযিম" এবং "শাহরুম মোবারক" নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ এ মাসটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান মাস, বরকতের মাস। আমাদের বর্ণনা এ মাসের মহত্বকে ছুঁতেও পারবে না, আর না আমাদের ভাষা এর বরকত বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে।

এ মোবারক মাসটি মহান কেন ?

এ মাসেরই আঁচলে এমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান রাত্রি লুকায়িত আছে, যে রাতে হাজার মাসের চেয়েও অধিক কল্যাণ ও বরকতের কোষাগার লুটিয়ে দেয়া হয়েছে এবং লুটিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। সেই মোবারক রাতেই আমাদের মহান প্রতিপালক আমাদের জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত আমাদের উপর নাযিল করেছেন।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ ـ الدخان : ٣

"আমরা উহাকে (সুস্পষ্ট কিতাব) বরকতের রাতে নাযিল করেছি।"

–সূরা আদ দুখান ঃ ৩

এ কিতাবটা কি ? رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ (তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে রহমত)। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এ মাসের প্রতিটি দিবস পবিত্র। প্রতিটি রাত বরকতপূর্ণ। এর প্রতিটি দিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে অগণিত বান্দাহ প্রভুর আনুগত্য এবং সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের শরীরের বৈধ আকাঙ্খা এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা পরিত্যাগ করে সাক্ষ্য দেয় যে, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাদের প্রভু এবং একমাত্র তিনিই তাদের চাওয়া পাওয়ার মূল লক্ষ্যবস্তু। জীবনের প্রকৃত ক্ষুধা এবং পিপাসা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য এবং ইবাদাত করা। একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি আর শিরা-উপশিরার প্রবাহ।